দৈনিক সংবাদ

তারিখ 15 JUN 1987
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

10

বিশতম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ উদযাপিত

॥ ফরহাদ মাহমুদ ॥

ওসমানী মিলনায়তনের সেই ভাব-গম্ভীর পরিবেশ নেই। নেই নিরাপত্তা বেষ্টনির কড়াকড়ি। তার বদলে গত ৫ থেকে ৮ জুন ওসমানী স্মৃতি মিলনাতয়ন হয়ে উঠেছিল উৎসবমুখর। পরিণত হয়েছিল হাসি-আনন্দ-কৌতূহল-বিস্ময়ের এক চমৎকার মিলন কেন্দ্রে।

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ দেখতে দেখতে পুরো দুইটি দশক পেরিয়ে এসেছে। এ বছর অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশতম জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সপ্তাহ। এই সপ্তাহেরই কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠান, প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হল গত ৬ থেকে ৮ জুন ওসমানী মিলনায়তনে। এর আগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছে সপ্তাহের জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী।

৬ জুন ছিল উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে এই অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী ভাষণ দেন রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদ। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন প্রফেসর জামাল নজরুল ইসলাম। শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের সচিব মুহম্মদ ফজলুর রহমান, বিজ্ঞান জাদুঘরের পরিচালক আ ম আজিজুর রহমান খান। আলোচনা শেষে রাষ্ট্রপতি প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন।

এবারের প্রদর্শনীতে ৭৩টি আঞ্চলিক কেন্দ্র থেকে জুনিয়র ও সিনিয়র গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকারী একটি করে প্রজেক্ট কেন্দ্রীয় প্রদর্শনীতে স্থান পায়।

সময় বদলায়। বদলায় মানুষের প্রয়োজন। প্রত্যাশা। তারই প্রতিফলন যেন এবারের বিজ্ঞান প্রদর্শনী। বদলে যাচ্ছে ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়ও। কম্পিউটার ও ইলেক্ট্রনিক্স বিষয়ে বেশ কিছু প্রজেক্ট ছিল এবারের প্রদর্শনীতে। ছিল বিপন্ন পরিবেশ রক্ষার নানা উদ্যোগ, নদী ভাঙনের হাত থেকে ভূমিরক্ষার কিছু কার্যকর চিন্তা ভাবনা। স্বল্প খরচে ও সহজলভ্য সামগ্রী থেকে নানা ধরনের যন্ত্র ও শিক্ষা উপকরণ তৈরি ইত্যাদি। ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে চার দিনব্যাপী এই প্রদর্শনীতে যথেষ্ট দর্শক সমাগম হয়েছিল।

এ বছর কেন্দ্রীয় প্রতিযোগিতায় জুনিয়র ও সিনিয়র গ্রুপে ৫টি করে মোট ১০টি প্রজেক্টকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। পুরস্কৃত প্রজেক্টগুলোর মধ্যে রয়েছে-

জুনিয়র গ্রুপ

১ম ঃ স্বল্প খরচে উন্নতমানের চুল্লি
– নাফি শোয়েব চৌধুরী, বান্দরবান।

২য় ঃ কম্পিউটার প্রোগ্রামড অটোমেটিক সিস্টেম
– ইশতিয়াক আহমদ, অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞান ক্লাব, ঢাকা।

৩য় ঃ কম খরচে পানি বিশুদ্ধকরণ যন্ত্র
– মোঃ সায়েদুজ্জামান, ইমাম গাজ্জালি (রঃ) ইন্সটিটিউট, কুষ্টিয়া।

৪র্থ ঃ স্বল্প ব্যয়ে স্বয়ংক্রিয় বিজ্ঞাপন বাক্স তৈরি
– এ কে এম গোলাম কবির ও মোঃ আরিদুর রহমান, বুলচান্দ উচ্চ বিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ।

৫ম ঃ স্পেয়ার মেজারমেন্ট স্কেল
– জাহিদ মুজাহিদ, সরকারি সিটি কলেজ, রাজশাহী।

সিনিয়র গ্রুপ

১ম ঃ এপ্রোপ্রিয়েট টেকনোলজি (কম্পিউটার সফটওয়্যার ও বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণ তৈরি)
– মনোয়ার আলী ও সহযোগীবৃন্দ, নটরডেম বিজ্ঞান ক্লাব, ঢাকা।

২য় ঃ প্রসেসিং ক্যামেরা
– মোঃ রাশেদুল ইসলাম রোকন, বগুড়া।

৩য় ঃ দুর্ঘটনা প্রতিরোধে অটো ডিপার
– রুবায়াত হাসান রাতুল, কোয়াসার বিজ্ঞান ক্লাব, ঢাকা।

৪র্থ ঃ মাল্টি সিস্টেম রিমোন্ট কন্ট্রোল
–মোঃ তৌহিদ পারভেজ, নারায়ণগঞ্জ সায়েন্সএসোসিয়েশন, নারায়ণগঞ্জ।

৫ম ঃ স্বয়ংক্রিয় পানির পাম্প
– মোঃ নূরুল কাদের, কক্সবাজার বিজ্ঞান ক্লাব, কক্সবাজার।

প্রদর্শনী ছাড়াও বিভিন্ন সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়। তারমধ্যে ৬ জুন বিসিএসআইআর-এর একটি মিলনায়তনে সকাল ৯টায় অনুষ্ঠিত আলোচনার বিষয় ছিল উদ্ভাবন ও উন্নয়নে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। এতে প্রধান বক্তা ছিলেন প্রফেসর আলী আসগর। আলোচনা করেন ডঃ এম ওয়াজেদ মিয়া, ডঃ এ এম চৌধুরী। শিম্পোজিয়ামে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান প্রকৌশলী এম এ কাইয়ুম। সকাল ১১টায় অনুষ্ঠিত আলোচনার বিষয় ছিল পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। এতে প্রধান বক্তা ছিলেন ডঃ এম এইচ সিদ্দিকী, আলোচনা করেন ডঃ আইনুন নিশাত, জনাব মোঃ খুরশিদ আলম। এছাড়া বিকেল ৩টা থেকে ৬টা পর্যন্ত চলেছে প্রদর্শনী।

৭ জুন সারাদিন এবং ৮ জুন সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত প্রদর্শনী চলেছে। ৮ জুন বিকাল সাড়ে ৪টায় অনুষ্ঠিত হয় সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

জাতীয় বিজ্ঞান সপ্তাহের অনুষ্ঠান মালার বাইরে গত ১০ জুন শীর্ষ বাছাই ৪০টি প্রজেক্টের একটি বিশেষ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে।